[redacted]

[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] (1) [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]

পররাষ্ট্রমন্ত্রীর

পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ. কে. আব্দুল মোমেন বাংলাদেশের সব বৈদেশিক দূতাবাসে হাসিমুখে সেবা দিতে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রতি নির্দেশনা দিয়েছেন। সম্প্রতি ইউরোপে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূতদের সাথে এক ভার্চুয়াল সভায় এ নির্দেশনা দেন তিনি।

ড. মোমেন বাংলাদেশ মিশনের কোনো কর্মকর্তা-কর্মচারী যেন সেবাগ্রহীতাদের সাথে কোনোধরনের দুর্ব্যবহার না করেন সে বিষয়টি নিশ্চিত করতে রাষ্ট্রদূতদের নির্দেশ দেন।

এসময় তিনি আরও বলেন, যেকোন ধরনের কর্তব্যে অবহেলা, সেবা দিতে অনীহা এবং অসৌজন্যমূলক আচরণের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানা গেছে, বাংলাদেশের সকল দূতাবাসে সেবার গুণগত মান বাড়ানোর নির্দেশনা দিয়েছেন তিনি। মিশনসমূহে চালুকৃত হটলাইনগুলো ২৪ ঘণ্টা চালু রাখাসহ সেবাগ্রহীতাদের সমস্যা ও অভিযোগ শুনে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়েও মিশনের কর্মকর্তা-কর্মচারিদের নির্দেশ দেন।

মিশনের কর্মকর্তা-কর্মচারিরা ফোন ধরে না বা সেবা দিতে অনীহা প্রকাশ করে-এ ধরনের অভিযোগ যাতে না আসে সে বিষয়টি নিশ্চিত করতে মিশন প্রধানদের অনুরোধ করেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী।

সূত্র- বিডি-প্রতিদিন

একনেকে ১১৩৬ কোটি টাকার ৬ প্রকল্প অনুমোদন

১ হাজার ১৩৬ কোটি ৮৪ লাখ টাকা ব্যয়ে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির (একনেক) সভায় ৬ প্রকল্পের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে সরকার দেবে ১ হাজার ২৮ কোটি ৫১ লাখ টাকা এবং বৈদেশিক

ঋণ ও অনুদান ১০৮ কোটি ৩০ লাখ টাকা।

মঙ্গলবার প্রধানমন্ত্রী ও একনেকের চেয়ারপারসন শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে প্রকল্পগুলোর অনুমোদন দেওয়া হয়।

রাজধানীর শেরেবাংলা নগরের এনইসি সম্মেলন কক্ষে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী ও সচিবরা উপস্থিত ছিলেন এবং প্রধানমন্ত্রী ও পরিকল্পনামন্ত্রী এম এ মান্নান গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে একনেক সভায় যুক্ত হন।

অনুমোদিত প্রকল্পগুলোর মধ্যে ২৩৬ কোটি ৬৭ লাখ টাকা ব্যয়ে ‘চর ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড সেটেলমেন্ট প্রজেক্ট-ব্রিজিং’ প্রকল্পের অনুমোদন দেয়া হয়েছে। এ প্রকল্প এলাকায় প্রস্তাবিত ভৌত কাজসমূহ টেকসইকরণের লক্ষ্যে প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা উন্নয়ন, উপকূলীয় চর উন্নয়ন বিষয়ক উপাত্ত সংগ্রহ ও উপকূলীয় চর এলাকার দরিদ্র জনগোষ্ঠীর নিরাপদ বসবাস স্থাপন ও তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নসহ অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন সাধন করা হবে। প্রকল্পটি নোয়াখালীর সুবর্ণচর, হাতিয়া, কোম্পানীগঞ্জ ও কবিরহাটে বাস্তবায়িত হবে।

প্রকল্পের প্রধান কার্যক্রমসমূহ হলো ১৭১ কিলোমিটার খাল পুনঃখনন, বিকল্প বাঁধ নির্মাণ, নদী তীর প্রতিরক্ষা ও ২৯৩ হেক্টর ভূমি অধিগ্রহণ।

২৫৯ কোটি টাকা ব্যয়ে ‘খুলনা শিপইয়ার্ড সড়ক প্রশস্তকরণ ও উন্নয়ন (১ম সংশোধিত) প্রকল্পের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। বিদ্যমান অপ্রশস্ত সড়ক প্রশস্তকরণ ও উন্নয়ন, রূপসা ব্রিজ অ্যাপ্রোচ সড়ক থেকে খুলনা শহরে প্রবেশের জন্য স্বল্পতম দূরত্বের সড়ক নির্মাণ এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও যানজট হ্রাস করা হবে।

২৬০ কোটি টাকা ব্যয়ে ‘লাঙ্গলবন্দ-কাইকারটেক-নবীগঞ্জ জেলা মহাসড়কের লাঙ্গলবন্দ হতে মিনারবাড়ী পর্যন্ত সড়ক প্রশস্তকরণ প্রকল্পের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

এ প্রকল্পের আওতায় লাঙ্গলবন্দ-কাইকারটেক-নবীগঞ্জ জেলা মহাসড়কের লাঙ্গলবন্দ হতে মিনারবাড়ী পর্যন্ত সড়ক প্রশস্তকরণের মাধ্যমে নিরাপদ, আরামদায়ক, সময় ও ব্যয় সাশ্রয়ী সড়ক যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করা হবে।

৭৬ কোটি টাকা ব্যয়ে ‘কুমিল্লা জেলার তিতাস ও হোমনা উপজেলায় তিতাস নদী (লোয়ার তিতাস) পুনঃখনন’ প্রকল্পের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। ভরাট হয়ে যাওয়া তিতাস নদী পুনঃখননের মাধ্যমে পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়নসহ জলাবদ্ধতা দূর করা হবে। এর পাশাপাশি অনাবাদী জমি আবাদযোগ্য করা, নৌ চলাচল সুবিধা সৃষ্টি, মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি করে আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন করা হবে।

৪০১ কোটি টাকা ব্যয়ে গাইবান্ধা জেলার সদর ও সুন্দরগঞ্জ উপজেলার গোঘাট ও খানাবাড়ীসহ পার্শ্ববর্তী এলাকা যমুনা নদীর ডান তীরের ভাঙন হতে রক্ষা প্রকল্পের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় ব্রহ্মপুত্র নদের ভাঙন থেকে গাইবান্ধা জেলার সদর ও সুন্দরগঞ্জ উপজেলায় প্রকল্প এলাকায় অবস্থিত বসতবাড়ি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, রাস্তাঘাট, বাজার, ফসলী জমিসহ সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন স্থাপনা রক্ষা হবে।

১২৩ কোটি টাকা ব্যয়ে ‘বৃহত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চলের ফসলের নিবিড়তা বৃদ্ধিকরণ’ প্রকল্পের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। প্রকল্পের মাধ্যমে স্থায়ী ও মৌসুমী পতিত জমি চাষের আওতায় এনে প্রকল্প এলাকার শস্যের গড় নিবিড়তা ২০৮ শতাংশ থেকে ২১০ শতাংশ বৃদ্ধি করা হবে। বিদ্যমান শস্য বিন্যাসে বিভিন্ন ফসল আবাদের মাধ্যমে বহুমুখী শস্য আবাদ এলাকা গড়ে তোলা হবে।

সূত্র- বিডি-প্রতিদিন

বিশ্ব সেরা চিন্তাবিদের তালিকায় বাংলাদেশি স্থপতি মারিনা

বিশ্ব সেরা ৫০ জন চিন্তাবিদের তালিকায় স্থান করে নিয়েছেন বাংলাদেশি স্থপতি মেরিনা তাবাসসুম। ব্রিটিশ সাময়িকী প্রসপেক্টস ১৪ জুলাই এ তালিকা প্রকাশ করেছে।

সাময়িকীটিতে বলা হয়েছে, মেরিনা তাবাসসুম প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে মিল রেখে ভবন নির্মাণ এবং পরিবেশের দ্বারা উদ্ভূত চ্যালেঞ্জগুলো গ্রহণ করে নকশা তৈরি করায় দারুণ অবদান রেখেছেন। তার নকশা করা স্থানীয় উপকরণের হালকা ওজনের বাড়িগুলো স্টিলের ওপর দাঁড়িয়ে থাকতে সক্ষম এবং পানির মাত্রা বেড়ে গেলে সেগুলো সরানো যায়। বিষয়গুলো আন্তর্জাতিকভাবে ভূয়সী প্রশংসা কুড়িয়েছে।

টেরাকোটা ইট দিয়ে নির্মিত রাজধানীর বায়তুর রউফ মসজিদের নকশা করেছেন মেরিনা। মসজিদটির নকশা করে স্থাপত্যে আগা খান পুরস্কারও পেয়েছেন এই স্থপতি। বাংলাদেশের স্থপতি হিসেবে তিনিই প্রথম আগা খান পুরস্কারে ভূষিত হন।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

সাহাবুদ্দিন মেডিকেলের এমডিসহ তিন জন রিমান্ডে

করোনার পরীক্ষা নিয়ে প্রতারণা করার মামলায় গ্রেফতার সাহাবুদ্দিন মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) ফয়সাল আল ইসলামসহ তিন জনকে পাঁচ দিন করে রিমান্ডে নেওয়ার অনুমতি দিয়েছেন আদালত।

মঙ্গলবার ঢাকা মহানগর হাকিম আশেক ইমাম রিমান্ডের এ আদেশ দেন।

অপর দুই আসামি হলেন, সহকারী পরিচালক ডা. মোহাম্মদ আবুল হাসনাত ও ইনভেন্টরি অফিসার শাহজির কবির সাদি।
এর আগে রাজধানীর গুলশান থানার মামলায় আসামিদের আদালতে হাজির করে সাত দিন করে রিমান্ডে নেওয়ার আবেদন করেন মামলার তদন্ত কর্মকর্তা।

এ সময় আসামিদের আইনজীবীরা রিমান্ড বাতিল চেয়ে জামিন আবেদন করেন। উভয় পক্ষের শুনানি শেষে বিচারক পাঁচ দিন করে রিমান্ডের আদেশ দেন।

সূত্র- বিডি-প্রতিদিন

ইউনাইটেডে অগ্নিকাণ্ড: ৪ পরিবারকে ক্ষতিপূরণের আদেশ স্থগিত

ইউনাইটেড হাসপাতালে অগ্নিকাণ্ডে মৃত্যুর ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত চার পরিবারকে ১৫ দিনের মধ্যে ৩০ লাখ টাকা করে দিতে হাইকোর্টের দেওয়া আদেশ স্থগিত করা হয়েছে। আপিল বিভাগের চেম্বার আদালত আগামী ১৬ আগস্ট পর্যন্ত ওই আদেশ স্থগিত করেছেন।

ইউনাইটেড হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের আবেদনের শুনানি নিয়ে মঙ্গলবার আপিল বিভাগের ভার্চ্যুয়াল চেম্বার আদালতের বিচারপতি মো. নূরুজ্জামান এই আদেশ দেন।

একই সঙ্গে এ সংক্রান্ত রিট পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চে শুনানির জন্য পাঠানোর আদেশ দেন তিনি।
এর আগে ১৫ জুলাই বিচারপতি এম ইনায়েতুর রহিমের ভার্চ্যুয়াল হাইকোর্ট বেঞ্চ ক্ষতিপূরণের ওই আদেশ দিয়েছিলেন।

ভার্চ্যুয়াল শুনানিতে রিট আবেদনের পক্ষে ছিলেন জ্যেষ্ঠ আইনজীবী এ এম আমিন উদ্দিন। সঙ্গে ছিলেন ব্যারিস্টার অনীক আর হক, ব্যারিস্টার হাসান এম এস আজিম, ব্যারিস্টার মুনতাসির আহমেদ ও রিটকারী নিয়াজ মুহাম্মদ মাহবুব ও সাহিদা সুলতানা শিলা।

ইউনাইটেড হাসপাতালের পক্ষে ছিলেন ব্যারিস্টার রোকন উদ্দিন মাহমুদ, মোস্তাফিজুর রহমান খান ও তানজীব উল আলম।

গত ৩০ মে রিট আবেদনটি দায়ের করেন ব্যারিস্টার নিয়াজ মুহাম্মদ মাহবুব। ১ জুন আরও একটি রিট করেন সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী ব্যারিস্টার রেদোয়ান আহমেদ রাজীব ও ব্যারিস্টার হামিদুল মিসবাহ। পরে গত ২ জুন বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের কাছে ১৪ জুনের মধ্যে আলাদা প্রতিবেদন চেয়েছিলেন হাইকোর্ট। সে অনুসারে প্রতিবেদন দাখিল করা হয়।

পুলিশের দেওয়া প্রতিবেদনে ইউনাইটেড হাসপাতালের গাফিলতির কথা রয়েছে। রাজউক বলছে, করোনার জন্য আলাদা করে আইসেলেশন ইউনিট করতে তাদের অনুমতি দেওয়া হয়নি। অন্যদিকে ফায়ার সার্ভিস বলছে, অগ্নিকাণ্ডের সময় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ কার্যকর পদক্ষেপ নিলে রোগীদের মৃত্যু রোধ করা সম্ভব হতো।

এরপর আদালত ২৯ জুন সমঝোতা করতে আদেশ দিয়েছিলেন। তবে অবহেলাজনিত মৃত্যুর অভিযোগের মামলার তদন্তও দ্রুত সম্পন্ন করতে বলেছিলেন।

গত ২৮ মে ইউনাইটেড হাসপাতালের চিফ অব কমিউনিকেশনস অ্যান্ড বিজনেস ডেভেলপমেন্ট ডা. সাগুফা আনোয়ারের পাঠানো বার্তায় নিহত পাঁচজনের পরিচয় শনাক্ত করা হয়। নিহতদের মধ্যে চারজন পুরুষ ও একজন নারী। তারা হলেন- রিয়াজুল আলম (৪৫), খোদেজা বেগম (৭০), ভেরুন অ্যান্থনি পল (৭৪), মো. মনির হোসেন (৭৫) ও মো. মাহবুব (৫০)।

হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানায়, গত ২৮ মে বুধবার আনুমানিক রাত সাড়ে ৯টার দিকে মূল ভবনের বাইরে হাসপাতাল সংলগ্ন করোনা আইসোলেশন ইউনিটে সম্ভবত বৈদ্যুতিক শর্টসার্কিটের মাধ্যমে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই আগুন আইসোলেশন ইউনিটের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। সে সময় আবহাওয়া খারাপ ছিল ও বিদ্যুৎ চমকাচ্ছিল। বাতাসের তীব্রতায় আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ায় দুর্ভাগ্যজনকভাবে সেখানে ভর্তি পাঁচজন রোগীকে বাইরে বের করা সম্ভব হয়নি। তারা ভেতরেই মারা যান। আইসোলেশন ইউনিটের পাঁচজনই করোনা উপসর্গ নিয়ে ভর্তি ছিলেন।

এ ঘটনায় ইউনাইটেড হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ অপমৃত্যুর মামলা করলেও আগুনে নিহত ভেরুন অ্যান্থনি পলের পরিবার ইউনাইটেড হাসপাতালের বিরুদ্ধে ‘অবহেলাজনিত মৃত্যুর অভিযোগে’ মামলা করেন।

মামলায় ইউনাইটেড হাসপাতালের চেয়ারম্যান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি), প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও), পরিচালক, করোনা ইউনিটে সে সময় কর্মরত ডাক্তার-নার্স, সেফটি ও সিকিউরিটি কর্মকর্তাদের আসামি করা হয়।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

রাজীব গান্ধীর হত্যাকারী নলিনীর আত্মহত্যার চেষ্টা

জেলেই আত্মহত্যার চেষ্টা করেছেন ভারতের সাবেক প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর হত্যাকারী নলিনী শ্রীহরণ। সোমবার গভীর রাতে জেলের মধ্যে নলিনী আত্মঘাতী হওয়ার চেষ্টা করে বলে জানিয়েছেন তার আইনজীবী। গত ২৯ বছর ধরে হাজতে রয়েছে নলিনী।

নলিনীর আইনজীবী জানিয়েছেন, দীর্ঘ ২৯ বছরে এই প্রথমবার নলিনী এই ধরনের পদক্ষেপ নিয়েছে। নলিনীর সঙ্গে আরেকজন যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত আসামীর সম্প্রতি ঝগড়া হয়। ঘটনাটি জেল কর্মকর্তা পর্যন্ত গড়ায়। ওই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই নলিনী আত্মহত্যার চেষ্টা করে।

রাজীব গান্ধী হত্যা মামলায় নলিনীর স্বামী মুরুগনও জেল খাটছে। সে জেল কর্তৃপক্ষের কাছে অনুরোধ জানিয়েছে, নলিনীকে অন্য জেলে স্থানান্তরিত করা হোক। বর্তমানে নলিনী ভেলোর জেলে রয়েছে।

রাজীব গান্ধি হত্যা মামলায় নলিনী-সহ ৭ জনকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়। ১৯৯১ সালের ২১ মে শ্রীরুম্বুদুরে একটি নির্বাচনী জনসভায় তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধিকে হত্যা করে এলটিটিই-র এক আত্মঘাতী জঙ্গি।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় করোনায় আরও

৪১ জনের মৃত্যু

বাংলাদেশে মহামারী করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে গত ২৪ ঘণ্টায় আরও ৪১ জনের মৃত্যু হয়েছে। এতে করোনা মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল দুই হাজার ৭০৯ জনে।

আজ মঙ্গলবার দুপুরে স্বাস্থ্য অধিদফতরের করোনাভাইরাস বিষয়ক নিয়মিত অনলাইন স্বাস্থ্য বুলেটিনে এসব তথ্য জানান অধিদফতরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক অধ্যাপক ডা. নাসিমা সুলতানা।

গত ২৪ ঘণ্টায় মারা যাওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগে সর্বোচ্চ সংখ্যক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে করোনায়। দুই বিভাগেই ১৫ জন করে মোট ৩০ জন মারা গেছেন। দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৩ হাজার ৫৭ জন।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

কোরবানির পশুর চামড়া সংরক্ষণে লবণ সরবরাহ নিশ্চিত করার উদ্যোগ বিসিকের

আসন্ন ঈদুল আজহায় কোরবানির পশুর চামড়া সুষ্ঠু সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য ডিলার, পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতা পর্যায়ে নিরবচ্ছিন্ন লবণ সরবরাহ নিশ্চিত করার উদ্যোগ নিয়েছে বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক)। আজ এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে শিল্প মন্ত্রণালয়।

সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনার আলোকে ইতিমধ্যে বিসিকের পক্ষ থেকে সার্বক্ষণিকভাবে কারখানা চালু রেখে লবণ প্রক্রিয়াজাত করে ডিলার, পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতা পর্যায়ে সরবরাহ অব্যাহত রাখতে লবণ মিল মালিকদের দাপ্তরিক নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। পাশাপাশি বিভিন্ন জেলায় অবস্থিত ডিলার/পাইকারী বিক্রেতা পর্যায়ে পর্যাপ্ত

লবণ মজুদ থাকার বিষয়টি নিশ্চিত করতে বিসিকের জেলা কার্যালয়গুলোকে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

বিসিক কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী বিসিকের জেলা কার্যালয়গুলো সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় জেলা ও উপজেলাভিত্তিক ডিলার ও পাইকারী লবণ বিক্রেতাদের তালিকা প্রণয়নের কাজ চূড়ান্ত করছে। এটি প্রণয়ন সম্পন্ন হলে বিভিন্ন এতিমখানা, ইউনিয়ন পরিষদসহ কোরবানির পশুর চামড়া সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর কাছে তালিকা সরবরাহ করা হবে।

এছাড়া, ঈদুল আজহাকেন্দ্রীক লবণ সরবরাহ পরিস্থিতি সার্বক্ষণিক তদারকি করতে লবণ জোনগুলোতে অবস্থিত বিসিক কার্যালয়, বিসিকের আঞ্চলিক কার্যালয় এবং প্রধান কার্যালয়ে পৃথক মনিটরিং কমিটি গঠন করা হয়েছে। এ সকল কমিটি মাঠ পর্যায়ে লবণের মজুদ, চলাচল ও মূল্য সংক্রান্ত তথ্যাদি নিয়মিত সংগ্রহ ও মনিটরিং করছে।

বিসিক জানিয়েছে, বর্তমানে লবণ মাঠে ১০ লাখ ৯৩ হাজার মেট্রিক টন এবং লবণ মিলগুলোতে ১ লাখ ৮০ হাজার মেট্রিক টনসহ দেশে ভোজ্য ও শিল্প লবণের মোট মজুদের পরিমাণ ১২ লাখ ৭৩ হাজার মেট্রিক টন। এছাড়া, দেশের সকল জেলায় অবস্থিত ডিলার, পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতা পর্যায়ে আয়োডিনযুক্ত ভোজ্য লবণ মজুদ রয়েছে।

আসন্ন ঈদুল আজহার সময় দেশব্যাপী মোট লবণের চাহিদা কম-বেশি ১ লাখ মেট্রিক টন। বর্তমান মজুদ দিয়েই ঈদুল আজহাসহ আগামী ৭ থেকে ৮ মাসের লবণের চাহিদা মেটানো সম্ভব হবে। উল্লেখ্য, অগামী নভেম্বর, ২০২০ হতে লবণ উৎপাদনের নতুন মওসুম শুরু হবে। ফলে এ বছর লবণের পর্যাপ্ত মজুদ রয়েছে বলে বিসিক জানিয়েছে।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

ঈদে ২৫ হাজার কোটি টাকার নতুন নোট ছাড়ছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক

আসন্ন ঈদুল আজহা উপলক্ষে ২৫ হাজার কোটি টাকার নতুন নোট ছাড়ছে বাংলাদেশ ব্যাংক। কেন্দ্রীয় ব্যাংক সূত্র এ তথ্য নিশ্চিত করেছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের সংশ্লিষ্টরা জানান, বছরের সব সময়ই নতুন নোট ছাপানো হয়। তবে ঈদের আগে নতুন নোটের চাহিদা বেশি থাকায় ছাপানোর পরিমাণও বাড়াতে হয়। কোরবানি দেয়ার জন্য অনেকে পশু কিনবে। এতে করে নগদ টাকার লেনদেন বাড়বে।

বিষয়টি মাথায় রেখে নতুন নোট ছাড়া হচ্ছে। এবার নতুন মুদ্রার মধ্যে রয়েছে ১০, ২০, ৫০, ১০০, ২০০, ৫০০ এবং ১০০০ টাকার নোট। কোরবানিতে পশু কেনাবেচায় বড় অঙ্কের লেনদেন বেশি হয়। তাই এবার ৫০০ ও ১০০০ টাকার নোট বেশি ছাড়া হবে।

তবে আগের মতোই সমপরিমাণ পুরাতন নোট বাজার থেকে অপসারণ করা হবে। প্রথমে ২৫ হাজার কোটি টাকার নোট সরবরাহ করা হবে। পরে প্রয়োজন হলে আরও নতুন নোট ছাড়া হবে।

এ বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক ও মুখপাত্র সিরাজুল ইসলাম গণমাধ্যমকে বলেন, চাহিদা-সরবরাহ নীতি অনুসরণ করে বাংলাদেশ ব্যাংক সারা বছর বাজারে নোট সরবরাহ করে। তবে ঈদের আগে চাহিদা বেশি থাকে বলে এসময় বেশি নতুন নোট ছাড়া হয়।

কোরবানির কারণে স্বাভাবিক সময়ের চেয়ে নগদ টাকার চাহিদা বেশি হবে। এটা বিবেচনায় নিয়ে এবার ২৫ হাজার কোটি টাকার নতুন নোট ছাড়ার প্রস্তুতি রাখা হয়েছে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তথ্য অনুসারে, বর্তমানে প্রায় দুই লাখ ১৫ হাজার কোটি টাকার কাগজের নোট দেশে প্রচলিত আছে।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন